পদ চল্লিশের গোপন ইতিহাস - সংখ্যা বিশ

দ্বিতীয় সর্বনাশ — সপ্তম পর্ব — ইযেকিয়েল

Jeff Pippenger
2026-07-29

ভাববাদী ইযেকিয়েলকে তাঁর সূচনামূলক পদগুলিতে ত্রিশ বৎসর বয়সী বলে চিহ্নিত করা একটি গ্রহণযোগ্য বাইবেলীয় উপলব্ধি।

> এবং ত্রিশতম বৎসরে, চতুর্থ মাসে, মাসের পঞ্চম দিনে, যখন আমি কেবার নদীর তীরে বন্দিদের মধ্যে ছিলাম, তখন আকাশমণ্ডল উন্মুক্ত হইল, এবং আমি ঈশ্বরের দর্শনসমূহ দেখিলাম। মাসের পঞ্চম দিনে, যা ছিল রাজা যিহোয়াখীনের বন্দিত্বের পঞ্চম বৎসর, সদাপ্রভুর বাক্য স্পষ্টরূপে বূজি-পুত্র যিহিষ্কেল যাজকের নিকটে কাল্দীয়দের দেশে, কেবার নদীর তীরে উপস্থিত হইল; এবং সেখানে সদাপ্রভুর হস্ত তাহার উপরে ছিল। যিহিষ্কেল ১:১–৩।

কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, “ত্রিশতম বছর” একটি নির্দিষ্ট যোবেল-চক্রের উপর ভিত্তি করে, যা রাজা যোশিয়ের সঙ্গে শুরু হয়েছিল এবং চল্লিশতম অধ্যায়ের প্রথম পদে এসে সমাপ্ত হয়েছিল।

> আমাদের বন্দিত্বের পঁচিশতম বছরে, বছরের শুরুতে, মাসের দশম দিনে, শহরটি ধ্বংস হওয়ার চতুর্দশ বছরে, সেই একই দিনে সদাপ্রভুর হাত আমার উপর ছিল, এবং তিনি আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। Ezekiel 40:1.

বাইবেলীয় কালপঞ্জিকার পণ্ডিতেরা চল্লিশতম অধ্যায়ের প্রথম পদের তারিখ নির্ধারণ করেন খ্রিষ্টপূর্ব ৫৭৩ সালের ২৮ এপ্রিল অথবা ২২ অক্টোবর হিসেবে। সকল ভাববাদী অন্তিম দিনসমূহকে চিহ্নিত করেন; অতএব খ্রিষ্টপূর্ব ৫৭৩ সালের ২২ অক্টোবরের এই শরৎকালীন তারিখটি সেই রেখার ওমেগা-তারিখ, যার সূচনা হয়েছিল পঞ্চাশ বছর পূর্বে, তথাকথিত “যোশিয়ার মহা-নিস্তারপর্বে”, খ্রিষ্টপূর্ব ৬২২ সালের ৫ মে।

ত্রিশ সংখ্যা সেই যাজকদের প্রতীক, যাঁদের সেবা শুরু করার সময় বয়স ত্রিশ বছর হওয়ার কথা ছিল। যিহিষ্কেল ১ অধ্যায়ের ১ থেকে ৩ পদে যিহিষ্কেলের বয়স ত্রিশ বলে নির্দেশ করা হয়ে থাকুক, অথবা কেবল একজন যাজকের প্রতীকরূপে তাঁকে ত্রিশ বছর বয়সী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকুক—উভয় ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। যদি ১ পদে উল্লিখিত ত্রিশ বছরটি, অন্যদের বিশ্বাস অনুযায়ী, খ্রিস্টপূর্ব ৬২২ সালে যোশিয়ের মহা-নিস্তারপর্বের পর থেকে ত্রিশতম বছরকে নির্দেশ করে, তবুও ভবিষ্যদ্বাণীমূলক তাৎপর্য একই থাকে।

যোশিয়ার অর্থ “ভিত্তি,” এবং তাঁর মহৎ পাসওভার একটি যোবেল-পর্বের সূচনা করেছিল, যা খ্রিষ্টপূর্ব ৫৭৩ সালের প্রায়শ্চিত্ত দিবসে ২২ অক্টোবর সমাপ্ত হয়। যোশিয়া থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত “যোবেল-রেখা” ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ১৮৪০ সালের ভিত্তিসমূহ রাজা যোশিয়ার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল, এবং যোশিয়া লিচের দ্বারাও। ২২ অক্টোবর প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল যোবেল-শিঙ্গার ধ্বনি প্রায়শ্চিত্ত দিবসের শিঙ্গার ধ্বনির সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত হওয়ার মাধ্যমে।

> আর তুমি তোমার জন্য সাত সাতবর্ষীয় বিশ্রামবর্ষ গণনা করবে, সাতবার সাত বছর; এবং সেই সাত সাতবর্ষীয় বিশ্রামবর্ষের কাল তোমার জন্য ঊনপঞ্চাশ বছর হবে। তারপর সপ্তম মাসের দশম দিনে তুমি জয়ন্তী-বর্ষের শিঙ্গা ধ্বনিত করাবে; প্রায়শ্চিত্তের দিনে তোমরা তোমাদের সমগ্র দেশে শিঙ্গা ধ্বনিত করবে। লেবীয় 25:8, 9.

যিহিষ্কেলকে যোশিয় রাজা থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত বিস্তৃত যুবল বর্ষের রেখার মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে—একটি রেখা যা ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত প্রকাশিত বাক্য দশের প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতদের প্রতিনিধিত্ব করে। যিহিষ্কেল প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের মিলারাইটদের এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে প্রতিনিধিত্ব করেন। যিহিষ্কেল এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের যাজকত্বকে প্রতিনিধিত্ব করেন, কিন্তু তাঁর প্রধান ভাববাণীমূলক বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি একজন ভাববাদী।

নবী, যাজক ও রাজা

বাইবেলে এমন তিনজন চরিত্র আছেন, যারা ত্রিশ বছর বয়সে সেবা করা শুরু করেছিলেন। ইজিকিয়েলের সঙ্গে ছিলেন দাউদ ও যোষেফ। যেহেতু তারা সকলেই ত্রিশ বছর বয়সে সেবা আরম্ভ করেছিলেন, তাই তারা সকলেই যাজক। নবী, যাজক ও রাজা নিয়ে গঠিত গৌরবের ত্রিবিধ রাজ্যে দাউদ রাজার প্রতীক, যোষেফ যাজক, এবং ইজিকিয়েল নবী।

তবে আমরা ভাববাদী ইযিকিয়েলকে প্রতীক হিসেবে যেভাবেই প্রয়োগ করি না কেন, তিনি একজন যাজক; এবং যোশিয় থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত জুবিলির ধারায় প্রয়োগ করলে, ইযিকিয়েল এমন একজন যাজক, যিনি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরের সময়ে একজন যাজককে প্রতিনিধিত্ব করবেন, যেমনটি ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের ইতিহাস এবং রাজা যোশিয় থেকে ২২ অক্টোবর, খ্রি.পূ. ৫৭৩ পর্যন্ত দ্বারা প্রতিরূপিত হয়েছে।

বাইশ

বাইবেল স্পষ্টভাবে জানায় যে ইযেকিয়েল বাইশ বছর পরিচর্যা করেছিলেন। “বাইশ” হলো এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের প্রতীক, যারা মানবতার সঙ্গে ঐশ্বরিকতার সম্মিলনের নিশান। যোশিয়ের নিস্তারপর্ব থেকে চল্লিশতম অধ্যায়ের ২২ অক্টোবরের জুবিলী-উৎসব পর্যন্ত যে ইতিহাস উপস্থাপিত হয়েছে, সেখানে যোশিয়ের নিস্তারপর্ব ১৮৩৮ ও ১৮৪০ সালে যোশিয়া লিচের কর্মকে প্রতিরূপায়িত করেছিল। সেই কর্ম ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় সর্বনাশের সময়-ভাববাণীগুলি উপস্থাপন করা। এখন দেখা যায় যে প্রথম ও দ্বিতীয় সর্বনাশের ভাববাণী অগ্রদূতেরা যতটা উপলব্ধি করেছিলেন, তার চেয়ে অনেক বৃহত্তর।

বাইবেলের একজন ভাববাদী হিসেবে ইযিহিষ্কেল তাঁর লেখনীতে অন্য যে কোনো বাইবেলীয় লেখকের তুলনায় আরও অধিক নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করেছেন।

বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে এক দিন সমান এক বছরের নীতির ওমেগা হলেন ইযেকিয়েল। গণনাপুস্তকে, দিন-বর্ষ নীতির আলফা-উল্লেখ কাদেশে প্রথম বিদ্রোহে প্রতিফলিত হয়েছে, যা প্রান্তরে চল্লিশ বছর ঘুরে বেড়ানোর কারণ হয়েছিল। আর শেষে, অর্থাৎ ওমেগা বিদ্রোহটি ইযেকিয়েল চতুর্থ অধ্যায়ে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে যিরূশালেম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

আলফা

তোমরা যে সংখ্যক দিন দেশটি অনুসন্ধান করেছিলে, অর্থাৎ চল্লিশ দিন, সেই দিনগুলোর সংখ্যা অনুসারে, প্রতি দিনের জন্য এক বছর করে, তোমরা তোমাদের অপরাধ বহন করবে, অর্থাৎ চল্লিশ বছর; এবং তোমরা আমার অঙ্গীকারভঙ্গ জানতে পারবে। আমি সদাপ্রভু এ কথা বলেছি; নিশ্চয়ই আমি আমার বিরুদ্ধে একত্রিত এই সমস্ত দুষ্ট সমাজের প্রতি তা-ই করব: এই প্রান্তরেই তারা বিনষ্ট হবে, এবং সেখানেই তারা মরবে। গণনাপুস্তক ১৪:৩৪, ৩৫।

ওমগো

তুমিও তোমার বাঁ পাশে শয়ন কর, এবং ইস্রায়েলের গৃহের অপরাধ তার উপরে বহন কর; তুমি যত দিন তার উপরে শয়ন করবে, সেই দিনের সংখ্যামত তুমি তাদের অপরাধ বহন করবে। কারণ আমি তাদের অপরাধের বৎসরসমূহ, দিনের সংখ্যামত, তোমার উপরে আরোপ করেছি—তিন শত নব্বই দিন; এইরূপে তুমি ইস্রায়েলের গৃহের অপরাধ বহন করবে। আর যখন তুমি এইগুলি সম্পন্ন করবে, তখন আবার তোমার ডান পাশে শয়ন করবে, এবং তুমি যিহূদার গৃহের অপরাধ চল্লিশ দিন বহন করবে; আমি তোমার জন্য প্রত্যেক দিনকে এক এক বৎসর নির্ধারণ করেছি। অতএব তুমি যিরূশালেমের অবরোধের দিকে তোমার মুখ স্থির করবে, এবং তোমার বাহু অনাবৃত থাকবে, এবং তুমি তার বিরুদ্ধে ভাববাণী উচ্চারণ করবে। ইজেকিয়েল ৪:৪–৭।

কাদেশ এবং যিরূশালেমের ধ্বংস আলফা ও ওমগো বিদ্রোহের প্রতিনিধিত্ব করে, যা "এক দিনের জন্য এক বছর" নীতিকে উপস্থাপন করে। "এক দিনের জন্য এক বছর" নীতি ছিল মিলারাইটদের প্রধান নিয়ম, এবং ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের ইতিহাস, যেমনটি রাজা যোশিয়ের জুবিলি-রেখা থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিরূপে প্রদর্শিত হয়েছে। যিহিষ্কেল অন্য যে কোনো ভাববাদীর তুলনায় অধিক তারিখ উপস্থাপন করেন। যিহিষ্কেলের তারিখসমূহের মধ্যে জুবিলির রেখাটি চিহ্নিত করা হয়েছে, যা যিহিষ্কেলের সাক্ষ্যকে সরাসরি প্রথম ও দ্বিতীয় দূতের ইতিহাসের সঙ্গে, এবং তার পরবর্তীভাবে তৃতীয় দূতের ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত করে।

"জুবিলি রেখা"-র সঙ্গে সঙ্গে যিহিষ্কেল তিন শত নব্বই দিন তার এক পার্শ্বে শয়ন করেন, তারপর চল্লিশ দিন তার অন্য পার্শ্বে। "চার শত ত্রিশ" প্রাচীন ও নূতন ব্যবস্থার একটি প্রতীক, কারণ মিসরে চার শত বছরের বন্দিত্ব সম্বন্ধে অব্রামের চুক্তিগত প্রতিজ্ঞা প্রেরিত পৌলের মাধ্যমে ত্রিশ বছরের দ্বিতীয় সাক্ষ্য লাভ করেছিল। একত্রে অব্রাম, ('প্রাচীনের') (পরবর্তীকালে অব্রাহাম) এবং শৌল, ('নূতনের') (পরবর্তীকালে পৌল) তাদের সাক্ষ্য একত্রিত করে চার শত ত্রিশ বছরকে অনন্ত চুক্তির প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। "তিন শত নব্বই দিন" "তুমি ইস্রায়েল-কুলের অপরাধ বহন করবে।" "আর" "তুমি যিহূদা-কুলের অপরাধ চল্লিশ দিন বহন করবে।" একত্রে দক্ষিণ পার্শ্ব এবং বাম পার্শ্ব অব্রাম ও পৌলের সমান।

চুক্তি সর্বদাই আনুগত্য বা অবাধ্যতার—জীবন অথবা মৃত্যুর—ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মিলারাইট ইতিহাসে বছর-দিন নীতিটি ছিল জীবন-মৃত্যুর একটি বিষয়, এবং এই ইতিহাসকে প্রথম দূত অনন্ত সুসমাচার হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। "সুসমাচার" হলো জীবন বা মৃত্যুর একটি বিষয়, এবং মিলারাইট ইতিহাসের জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষণমূলক বিষয়টি এমন এক প্রেক্ষাপটে স্থাপিত ছিল, যেখানে এক দিন এক বছরের সমতুল্য—এই নীতি কার্যকর ছিল। যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রথম দূতের বার্তাকে শক্তি প্রদান করেছিল, তা ছিল দ্বিতীয় সর্বনাশের তিনশত একানব্বই বছর ও পনের দিনের ভবিষ্যদ্বাণী। যিহিষ্কেল তাঁর বাম পাশে যে তিনশত

নব্বই দিন শয়ন করেছিলেন, তার মধ্যেই দ্বিতীয় সর্বনাশের তিনশত একানব্বই বছর ও পনের দিনের সময়-ভবিষ্যদ্বাণীর একটি দৃষ্টান্ত নিহিত রয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণীকে যথার্থভাবে বিভক্ত করার জন্য ভাববাণীমূলক প্রজ্ঞার প্রয়োজন, কিন্তু এটি যিহূদা গোষ্ঠীর সিংহের মধ্যরাত্রির ক্রন্দনের বার্তাটি মোহর খুলে দেওয়ার অব্যাহত কার্য ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আমি প্রতিপাদন করি যে, যিহিষ্কেলকে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের একটি প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করতেই হবে; তবে প্রধানত ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মার দানের একটি প্রতীক হিসেবে—তা শেষকালের একজন ভাববাদীর প্রকাশরূপে উপস্থাপিত হোক, অথবা সেই চুক্তিবদ্ধ জনগণের প্রকাশরূপে, যারা লাইন অন লাইন পদ্ধতির নীতিকে বুঝে।

আমি এই মর্মে দৃঢ়ভাবে বলি যে, তিনশ একানব্বই বছর ও পনেরো দিনের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ইযিকিয়েলের আলোকপ্রদান সেই মলিন-ব্রাশধারী মানুষের বৃহত্তর কাসকেটে রত্নগুলি নিক্ষেপ করার ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আমি দাবি করি যে, যখন মন্দির সমাপ্ত হয়, তখন যিহিষ্কেলের কাছ থেকে প্রাপ্ত আলো হলো শিরোমণি বার্তার একটি অপরিহার্য উপাদান।

অধ্যায় চল্লিশের প্রথম পদে ইযেকিয়েল ২২ অক্টোবর-এ অবস্থান করছেন, এবং সেখানেই ইযেকিয়েলকে ভবিষ্যৎ মন্দিরের দর্শন দেওয়া হয়। সেই মন্দিরটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মন্দির, যাদের সেই সংখ্যার প্রতীকরূপে ইযেকিয়েলকে উপস্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় ও চূড়ান্ত পরীক্ষায় পৌঁছানোর আগে সেই দল দুটি পরীক্ষা অতিক্রম করবে। ইযেকিয়েলকে মন্দিরে তাঁর আলো গ্রহণ করতে দেখানো হয়েছে, এবং সেই কারণে তিনি প্রতীকরূপে যে আলো উৎপন্ন করেন, তা সেই আলোর প্রতিনিধিত্ব করে যা ঈশ্বরের লোকেরা দানিয়েল অধ্যায় দশের সঙ্গে সামঞ্জস্যে পরম পবিত্র স্থানে প্রবেশ করলে আসে।

উন্মোচিত যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশিতবাণীর আলো, অনুগ্রহপর্ব সমাপ্ত হওয়ার ঠিক পূর্বেই উন্মোচিত হয়।

> আর তিনি আমাকে বলিলেন, “এই পুস্তকের ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্যসমূহ মোহরাঙ্কিত করিও না; কারণ সময় সন্নিকট। যে অন্যায়কারী, সে আরও অন্যায় করুক; এবং যে অপবিত্র, সে আরও অপবিত্র হউক; এবং যে ধার্মিক, সে আরও ধার্মিক হউক; এবং যে পবিত্র, সে আরও পবিত্র হউক।” প্রকাশিত বাক্য ২২:১০, ১১।

এগারো নম্বর পদে অনুগ্রহের সময় সমাপ্ত হওয়ার ঠিক পূর্বেই “সময় সন্নিকট,” এবং অতএব সেই সময়ে যীশু খ্রিস্টের প্রকাশন উন্মুক্ত করা হয়, কারণ “সময় সন্নিকট।”

> যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশিতবাক্য, যা ঈশ্বর তাঁহাকে দিয়াছিলেন, যেন তিনি তাঁহার দাসদিগকে সেই সকল বিষয় দেখান, যাহা শীঘ্রই ঘটিবে; এবং তিনি আপন স্বর্গদূতের দ্বারা তাহা প্রেরণ করিয়া আপন দাস যোহনের নিকটে সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করিলেন। যোহন ঈশ্বরের বাক্য, যীশু খ্রিষ্টের সাক্ষ্য, এবং তিনি যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, সেই সকল বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। ধন্য সেই ব্যক্তি, যে এই ভাববাণীর বাক্যসমূহ পাঠ করে, এবং তাহারা, যাহারা শুনে ও যাহা ইহাতে লিখিত আছে তাহা পালন করে; কারণ সময় নিকটবর্তী। প্রকাশিতবাক্য ১:১–৩।

রবিবার-আইনের সময় লাওদিকিয়োন সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিজমের অনুগ্রহের সময় সমাপ্ত হয়, এবং যিহিষ্কেল-এর নবম অধ্যায়ে অ্যাডভেন্টিজমকে যিরূশালেমরূপে

উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে দেশে ও মণ্ডলীতে সংঘটিত জঘন্য কার্যকলাপের জন্য যারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও ক্রন্দন করে, তারা সীল লাভ করে। সীলমোহর প্রদান সংঘটিত হয় যখন ইসলামের পূর্বীয় বায়ুগুলি জাতিসমূহকে উত্তেজিত করছে, অনুগ্রহের সময় সমাপ্ত হওয়ার ঠিক পূর্বে। যিহিষ্কেল-এর অষ্টম অধ্যায়ে অ্যাডভেন্টিজিমের চার প্রজন্মের পরিসমাপ্তি ঘটে, যেখানে চতুর্থ প্রজন্মকে সূর্যের প্রতি নতজানু পঁচিশ জন নেতার দ্বারা প্রতীকায়িত করা হয়েছে।

রবিবারের আইন জারির এক দিন পূর্বে, অথবা ৬৬৬ দ্বারা প্রতীকীভাবে নির্দেশিত অনুগ্রহকাল সমাপ্তির ঠিক পূর্বে, সেই দর্শনটি প্রতীকী রূপে দেওয়া হয়েছিল।

> আর ষষ্ঠ বৎসরে, ষষ্ঠ মাসে, মাসের পঞ্চম দিনে, যখন আমি আমার গৃহে বসিয়াছিলাম, এবং যিহূদার প্রাচীনবর্গ আমার সম্মুখে বসিয়াছিলেন, তখন সেখানে প্রভু সদাপ্রভুর হস্ত আমার উপরে পতিত হইল। তখন আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, অগ্নির ন্যায় এক প্রতিরূপ: তাঁর কটির নীচের অংশ হইতে অগ্নি; এবং তাঁর কটির উপরের অংশ হইতে দীপ্তির ন্যায়, যেন কহরবার বর্ণ। আর তিনি হস্তের আকৃতির ন্যায় কিছু প্রসারিত করিয়া আমার মস্তকের এক গুচ্ছ কেশ ধরিলেন; এবং আত্মা আমাকে পৃথিবী ও আকাশের মধ্যবর্তী স্থানে উত্তোলন করিলেন, এবং ঈশ্বরের দর্শনসমূহে আমাকে যিরূশালেমে, উত্তরমুখী অন্তঃপুর-দ্বারের প্রবেশপথে আনিলেন; সেখানে সেই ঈর্ষা-উদ্রেককারী প্রতিমার আসন ছিল, যা ঈর্ষা উদ্রেক করে। আর দেখ, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের মহিমা সেখানে উপস্থিত ছিল, সেই দর্শনের অনুরূপ, যাহা আমি সমতলে দেখিয়াছিলাম। যিহিষ্কেল ৮:১–৪।

ষষ্ঠ বর্ষ, ষষ্ঠ মাস ও পঞ্চম দিনের দর্শনটি ‘666’-এর ঠিক পূর্বে এসেছিল, যা রবিবারের আইন-এর একটি প্রতীক, যখন লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদ-এর জন্য অনুগ্রহের সময় সমাপ্ত হয়। সেই দর্শনটি ছিল “সেই দর্শন অনুসারে” যা ইযেকিয়েল “সমতলে দেখেছিলেন।” তিনি সমতলে যে দর্শন দেখেছিলেন, তা পূর্বে, তৃতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

> তখন আমি উঠে সমতলে বেরিয়ে গেলাম; আর দেখ, সেখানে সদাপ্রভুর মহিমা দাঁড়িয়ে ছিল, সেই মহিমার ন্যায় যা আমি কিবোর নদীর ধারে দেখেছিলাম; এবং আমি উপুড় হয়ে পড়লাম। ইযেকিয়েল ৩:২৩।

“সমভূমি”-র দর্শন, যা ছিল ষষ্ঠ বৎসরের ষষ্ঠ মাসের পঞ্চম দিনের দর্শন, সেই দর্শনই ছিল যা ইজেকিয়েল এর পূর্বে খেবোর নদীর তীরে দেখেছিলেন।

> ত্রিশতম বছরে, চতুর্থ মাসে, মাসের পঞ্চম দিনে, যখন আমি কিবোর নদীর তীরে বন্দীদের মধ্যে ছিলাম, তখন আকাশমণ্ডল উন্মুক্ত হলো, এবং আমি ঈশ্বরের দর্শনসমূহ দেখলাম। ইযেকিয়েল ১:১।

যে “ঈশ্বরের দর্শনসমূহ” ইযেকিয়েল খেবোর নদীর তীরে “দেখেছিলেন,” তা ছিল সমভূমির দর্শন, যা ইযেকিয়েল অধ্যায় আট থেকে এগারোর দর্শনও বটে। সেই দর্শনসমূহ উপস্থাপিত হয়েছিল ইযেকিয়েলের পবিত্রধামের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাতের প্রেক্ষাপটে, যেখানে অধ্যায় দশের “মারাহ” দর্শন-দর্পণের দর্শন সম্পন্ন হয়। ইযেকিয়েল তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা পরমপবিত্র স্থান থেকে বিচ্ছুরিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আলোর অংশীদার হয়, যখন অনুগ্রহের অবসান ঘটার ঠিক পূর্বে যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশনা প্রকাশিত হয়।

যখন আমরা রাজা যোশিয়ার সেই জুবিলি-রেখাটিকে শনাক্ত করি যা পাসওভার দিয়ে শুরু হয় এবং ২২ অক্টোবর-এ সমাপ্ত হয়, তখন আমরা লেবীয় পুস্তক তেইশে নির্ধারিত বসন্তকালীন পর্বসমূহ ও শরৎকালীন পর্বসমূহের প্রতীককে শনাক্ত করি। সেখানে বসন্তকালীন ও শরৎকালীন পর্বসমূহ প্রত্যেকেটি বাইশটি পদে উপস্থাপিত হয়েছে, যেমন ইজেকিয়েলের পরিচর্যা ছিল বাইশ বছরব্যাপী। জুবিলি-রেখার ত্রিশতম বছরে ইজেকিয়েলকে স্থাপন করলে ইজেকিয়েলের জন্ম যোশিয়ার পুনর্জাগরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। যদি তিনি জুবিলি-চক্রের ত্রিশতম বছরে ত্রিশ বছর বয়সী হয়ে থাকেন, তবে ইজেকিয়েলের জন্ম যোশিয়ার সংস্কারের সময়েই হয়ে থাকবে।

ইযেকিয়েল তাঁদের প্রতীক, যারা বিশ্বাসের দ্বারা মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করে। সেখানে পৌঁছে তারা চাকার ভিতরে চাকা দেখে, যা মানবিক পারস্পরিক ক্রিয়ার জটিল কার্যপ্রবাহকে প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন প্রকাশিত বাক্য দশ অধ্যায়ে যোহনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ইযেকিয়েল মিলারাইটদের প্রতিনিধিত্ব করেন, তবে আরও প্রত্যক্ষভাবে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে। তাঁর সমান্তরাল তিনশত একানব্বই বছর ও পনেরো দিনের সময়-ভবিষ্যদ্বাণী, যিরূশালেমের ধ্বংসের সঙ্গে লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিজিমের চূড়ান্ত বিচারকে চিত্রিত করে, এবং এর মধ্যে আটত্রিশ ও চল্লিশের ধাঁধাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এর মধ্যে চারশত ত্রিশ বছরের প্রতীকত্ব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এতে ১৩৩৩ থেকে ১৩৩৭, ১৪৪৯ থেকে ১৪৫৩, এবং ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত চার-বছরের সময়কাল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের আলোচনা শুরু করব।

> "ইশাইয়, ইযেকিয়েল, এবং যোহনের প্রতি প্রদত্ত দর্শনসমূহে আমরা দেখি যে পৃথিবীতে সংঘটিত ঘটনাবলীর সঙ্গে স্বর্গ কত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত এবং যারা ঈশ্বরের প্রতি অনুগত, তাঁদের জন্য ঈশ্বরের যত্ন কত মহান।" টেস্টিমোনিজ, খণ্ড ৫, ৭৫৩।
>
> "মসীহ স্বয়ং মন্দিরের প্রভু ছিলেন। তিনি যখন তা ত্যাগ করবেন, তখন এর মহিমা প্রস্থান করবে—সেই মহিমা, যা এককালে পরমপবিত্র স্থানে করুণাসনের উপরে দৃশ্যমান ছিল, যেখানে মহাযাজক বছরে মাত্র একবার, প্রায়শ্চিত্তের মহান দিনে, বধিত বলির রক্ত নিয়ে (যা জগতের পাপের জন্য ঈশ্বরের পুত্রের রক্তপাতের প্রতিরূপ), প্রবেশ করত এবং তা বেদীর উপর ছিটিয়ে দিত। এটাই ছিল শেকিনাহ, যিহোবার দৃশ্যমান নিবাস।"
>
> "এই মহিমাই যিশাইয়ের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল, যখন তিনি বলেন, 'যে বছরে রাজা উজ্জিয় মারা গেলেন, সে বছরে আমি প্রভুকে একটি সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিলাম, উচ্চ ও মহিমান্বিত; এবং তাঁর বস্ত্রের ঘের মন্দির পরিপূর্ণ করিয়াছিল' [Isaiah 6:1–8 quoted]।" The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 4, 1139.
>
> ইশাইয়কে প্রদত্ত দর্শন শেষ কালের ঈশ্বরের জনগণের অবস্থাকে উপস্থাপন করে। তারা বিশ্বাসের দ্বারা স্বর্গীয় পবিত্রধামে যে কার্য অগ্রসর হচ্ছে তা দেখার বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত। "আর স্বর্গে ঈশ্বরের মন্দির খোলা হইল, এবং তাঁহার মন্দিরে তাঁহার নিয়ম-সিন্দুক দেখা গেল।" তারা যখন বিশ্বাসের দ্বারা পরম পবিত্র স্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং স্বর্গীয় পবিত্রধামে খ্রিষ্টের কার্য দেখিতে পায়, তখন তারা উপলব্ধি করে যে, তারা অপবিত্র ওষ্ঠবিশিষ্ট এক জনগণ,—এমন এক জনগণ, যাদের

ওষ্ঠ বহুবার অসার বাক্য উচ্চারণ করছে, এবং যাদরে প্রতভিাসমূহ পবত্রি করা হয়নি ও ঈশ্বররে মহমিার জন্য নয়িোজতি হয়নি। যখন তারা নজিদেরে দুর্বলতা ও অযোগ্যতার সঙ্গে খ্রষ্টিরে মহমিান্বতি চরত্রিরে পবত্রিতা ও মনোহরতাকে তুলনা কর, তখন তাদরে নরিাশ হওয়াই স্বাভাবকি। কন্তিু যদি তারা, ইশাইয়রে ন্যায়, সইে প্রভাব গ্রহণ করে যা প্রভু হৃদয়রে উপরে সৃষ্টি করতিে চান, যদি তারা ঈশ্বররে সম্মুখে নজিদেরে প্রাণকে নম্র কর, তবে তাদরে জন্য আশা আছ। প্রতজ্ঞিার ধনুক সংহিাসনরে উপরে বরিাজমান, এবং ইশাইয়রে জন্য যে কার্য সম্পন্ন করা হয়ছেলি, তা তাদরে মধ্যওে সম্পন্ন করা হব। অনুতপ্ত হৃদয় হইতে যে নবিদেনসমূহ উঠে আস, ঈশ্বর তাহার উত্তর দবেনে।

“ঈশ্বররে এই মহান ও গম্ভীর কার্য্যরে উদ্দশ্যে হলো স্বর্গীয় ভাণ্ডাররে জন্য আঁটি একত্র করা; কারণ পৃথবিী প্রভুর মহমিায় পরপিূর্ণ হব। অতএব, চারদিকি প্রাধান্যশীল অধার্মকিতা দখেে এবং অশুচি ওষ্ঠ থকেে নর্িগত ভাষা শুনে কউে যনে বচিলতি না হয়। যখন অন্ধকাররে শক্তসিমূহ ঈশ্বররে লোকদরে বরিুদ্ধে যুদ্ধবন্যিাসে আত্মনয়িোগ করব; যখন শয়তান শষে মহান সংঘর্ষরে জন্য তার বাহনিী সমবতে করব, এবং তার শক্তি মহান ও প্রায় অভভিূতকারী বলে প্রতীয়মান হব, তখন ঐশ্বরকি মহমিার সুস্পষ্ট দর্শন, উচ্চে উন্নত সংহিাসন, প্রতজ্ঞিার ধনুকে আবৃত, সান্ত্বনা, আশ্বাস এবং শান্তি দান করব।” Review and Herald, December 22, 1896.

খবের নদীর তীরে যহিষ্কিলে এক ঘূর্ণবিায়ু দখেলনে, যা উত্তর দকি থকেে আসছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছলি— “এক মহামঘে, এবং একটি অগ্নি নজিকেইে আবৃত করতিছেলি, এবং তাহার চারদিকি এক প্রভা ছলি, এবং তাহার মধ্যভাগ হইতে যনে কাহারবার সদৃশ বর্ণ প্রকাশ পাইতছেলি।” পরস্পরকে ছদে করয়িা অতক্রিমকারী বহু চক্র চার জীবন্ত সত্তার দ্বারা পরচিালতি হইতছেলি। এই সমস্তরে বহুদূরে ঊর্ধ্বে “এক সংহিাসনরে সদৃশ দখো গলে, নীলকান্তমণরি প্রস্তররে ন্যায় তাহার আকার; এবং সইে সংহিাসনরে সদৃশরে উপর, তাহার উপরভিাগ, এক মানব-আকৃতরি সদৃশ প্রকাশ পাইতছেলি।” “আর করূবদরে মধ্যে তাহাদরে পক্ষরে নীচে মনুষ্যরে হস্তরে আকৃতি দখো গলে।” যহিষ্কিলে ১:৪, ২৬; ১০:৮। চক্রগুলরি বন্যিাস এতই জটলি ছলি য, প্রথম দর্শনে তাহারা যনে বশৃঙ্খল বলয়িা প্রতীয়মান হইত; কন্তিু তাহারা পরপিূর্ণ সঙ্গতিতে চলতিছেলি। স্বর্গীয় সত্তাগণ, করূবদরে পক্ষরে নীচস্থতি হস্ত দ্বারা ধারণ ও পরচিালতি হইয়া, এই চক্রগুলকিে অগ্রসর করতিছেলি; তাহাদরে ঊর্ধ্বে, নীলকান্তমণরি সংহিাসনরে উপর, অনন্তসত্তা বরিাজমান ছলিনে; এবং সংহিাসনটরি চারদিকি ছলি এক রামধনু, যা ঐশ্বরকি করুণার প্রতীক।

“যমেন চাকার ন্যায় জটলি কার্যাবলি করূবদরে পাখার নচিে থাকা হাতরে পরচিালনার অধীনে ছলি, তমেনি মানবীয় ঘটনাবলরি জটলি গতবিধিওি ঐশ্বরকি নয়িন্ত্রণাধীন। জাতসিমূহরে ববিাদ ও তুমুল আলোড়নরে মধ্যওে, যনিি করূবদরে ঊর্ধ্বে আসীন, তনিি এখনও পৃথবিীর বষিয়াবলি পরচিালনা করছনে। ”

“যে সকল জাতি একরে পর এক তাদরে নর্িধারতি সময় ও স্থান অধকিার করছে, এবং অবচতেনভাবে সইে সত্যরে সাক্ষ্য বহন করছে, যার অর্থ তারা নজিরোই জানত না—তাদরে ইতহিাস আমাদরে সঙ্গে কথা বল। আজকরে প্রত্যকে জাতি ও প্রত্যকে ব্যক্তকিে ঈশ্বর তাঁর মহান পরকিল্পনায় একটি স্থান নর্িধারণ করে দয়িছেনে। আজ মানুষ ও জাতসিমূহকে সইে ব্যক্তরি হাতে ধৃত ওলনদড়ি দ্বারা পরমিাপ করা হচ্ছ, যনিি কখনও ভুল করনে না। সকলইে নজিদেরে পছন্দরে দ্বারা নজি নজি পরণিতি নর্িধারণ করছ, এবং ঈশ্বর তাঁর উদ্দশ্যেসমূহ সদ্ধি করার জন্য সকল বষিয়কে নয়িন্ত্রণ

করছেন।”

“মহান ‘আমি যে আছি’ তাঁর বাক্যে যে ইতিহাস চিহ্নিত করে রেখেছেন—অতীতের অনন্তকাল থেকে ভবিষ্যতের অনন্তকাল পর্যন্ত, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক শৃঙ্খলে কড়ির পর কড়ি সংযুক্ত করে—তা আমাদের জানায় যে যুগধারার অগ্রযাত্রায় আজ আমরা কোথায় অবস্থান করছি, এবং আগত সময়ে কী প্রত্যাশিত হতে পারে। বর্তমান সময় পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে বলে ভবিষ্যদ্বাণীতে পূর্বঘোষিত হয়েছিল, তার সবই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনুসৃত হয়েছে; এবং আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে, যা কিছু এখনও আগত, তা-ও তার নির্ধারিত ক্রমে পূর্ণ হবে।” Education, 178.